অভীক

তাহের ম. শায়েখ সম্পাদিত

মা-মাটি-মানুষের প্রতি নিখাঁদ
ভালোবাসার দাহন বুকে
যে বাঙালী নিরন্তন

অভীক

শুভেচ্ছা

অভীক মানেই নির্ভীক, দুঃসাহসী। সত্যিকার অর্থেই প্রবাসের ঝুট-ঝামেলা কাটিয়ে সাহিত্যচর্চা করা এবং তার প্রকাশ ঘটানো রীতিমতো দুঃসাহসী ব্যাপার। সেই দুঃসাহসী কাজটিই করতে যাচ্ছেন জেদ্দা প্রবাসী টগবগে তরুণ কবি তাহের ম. শায়েখ। লোহিত সাগরের তীরেই তার বসবাস। সমুদ্রের বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে বহমান সমুদ্রের গর্জনও। প্রেম, বিরহ, প্রকৃতির রুপ-সৌন্দর্য রসে টই-টুম্বুর যার কবিতার প্রতিটি চরণ, সেই কবিই এবার সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা-চেতনায় বের করতে যাচেছন ***'অভীক'*** নামের একটি সংকলন।

অভীক এর রুপ-রস-গন্ধে আমরা মোহিত হবো। এমন প্রত্যাশাই করি সম্পাদক ও কবি তাহের ম. শায়েখ এর কাছে। কবির এ দুঃসাহসী পদযাত্রা কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে সুশোভিত হোক।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ
E-mail: marupalash@yahoo.com
website: www.marupalash.com

অমর ২১ শে আমদের গর্ব

সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করার অনিরুদ্ধ প্রয়াসের স্বরুপ এই সংকলন। অতীতের কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা মাত্র। যারা মরুভুমিতে মরুদ্যোন গড়ায় বৈজ্ঞানিক সূত্রের অমীমাংসিত সমীকরনে বিনিয়োগ করেছে শ্রম, মেধা, যৌবনের উর্বরতা, গন্তব্য অকন্টাকীর্ন নয় জেনেও সময়কে ধারন করেছে হিরন্ময় সাহসে। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় মাতৃভাষার আলোকধারা একুশে আমাদের রক্ত তিলোক- জাগুক প্রানে!

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস - ২০০৫ উপলক্ষে
দেওয়ান আবদুল বাসেত এর ২১'র ছড়া

বন্দি একুশ

বন্দি একুশ মুক্ত হলো
আঁধার গেলো দূর,
একুশ আমার কণ্ঠে বাজায়
বর্ণমালার সুর।
একুশ আমার গানের কলি
একুশ ছড়ার ছন্দ,
একুশ আমার শাপলা-শালুক
কলমী ফুলের গন্ধ।
একুশ আমার জাতির প্রতীক
একুশ পরিচয়,
মায়ের ভাষা বাঙলা ভাষা
বিশ্ব করে জয়।

জব্বারের ছবি

লাল শিমুলের পাপড়ি দেখে
জব্বারের ওই ছবি এঁকে
ফাগুন দিনে আগুন ঝরা
ফুটলো হাজার ফুল,
করতে স্মরণ ভাষার শহীদ
হয়নি তাদের ভুল!

মায়ের ভাষা

আমার মায়ের ভাষা যারা
পাল্টে দিতে চায়,
শক্ত শেকল দিয়ে তাদের
বাঁধবো বুটের পায়!
লিখবো মায়ের ভাষায় চিঠি
হাসবে চাঁদও মিটি মিটি।
বাঙলা চিঠি বলবে কথা
সকল ঠিকানায়,
যেমনি মায়ের কথা-সুরে
সব পাখিরা গায়।

চাষ

এই দেশেতে জন্ম আমার
এই মাটিতে বাস,
মা করেছেন আমার বুকে
বর্ণমালার চাষ।

একুশ মানে

ফেব্রুয়ারীর একুশ মানে
ফাগুন মাসের আট,
মায়ের চোখে খোকন সোনার
রক্তে ভেজা শার্ট।

একুশ মানে-
রাষ্ট্রভাষা বাঙলা দাবীর ঝড়!
ঘর ছেড়ে যে ভাইটি গেলো
ফিরলো না তারপর!

একুশ মানে-
ভাষার সেনা শহীদ হবার দিন
একটি শপথ - করবো পূরণ
বর্ণমালার ঋণ।

শপথ ছিলো

বাঙলা ভাষার দাবী নিয়ে তুলতো যাঁরা ঝড়!
আটই ফাগুন ছিলো তখোন ভীষণ ভয়ংকর!
চাইলো তাঁরা ভাষার মান
গুলীর মুখে হারায় প্রাণ
সেই শহীদের শপথ ছিলো 'কর নতুবা মর'!!

ফিরে এলো ফাগুন

ফিরে এলো ফাগুন
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে কৃষ্ণচুড়ায় আগুন!
শিমুল- পলাশ- জবা
রক্তে ভেজা ফুলগুলো সব করছে শোকের সভা!
রক্তগুলো তাঁদের
মায়ের ভাষা আনতে গিয়ে লাগলো গুলী যাঁদের।
ফাগুন এলে ঘুরে-
সেই শহীদের স্মৃতি ছায়ায়
আমরা ছুটি মোহন মায়ায়
গান গেয়ে যায় কোকিলগুলো কুহু কুহু সুরে।

লাল ফুলের গান

বলতে পারো ছন্দামনি
পলাশ, জবা লাল কেন?
থোকা থোকা রক্তে মাখা
কৃচুড়ার ডাল কেন?
জবাব তোমার নেই কি জানা?
শোনো তবে কান দিয়ে-
সেই ফাগুনে সোনার ছেলে
ভাষার তরে জান্ দিয়ে-
লুটায় তারা মাটির বুকে;
মায়ের ভাষায় প্রাণ এলো,
সেই ছেলেদের রক্তে ভিজে
লাল ফুলেদের গান এলো।

ভাষা শহীদ

এই মাটিতে মিশে আছে
বাঙলা ভাষার সেনা,
তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে
বর্ণমালা কেনা।
তাইতো ওঁদের সালাম করি
ভাষার তরে যাঁরা,
গুলী নিলো বুক উঁচিয়ে
ভাষার শহীদ তাঁরা।

বকুল হয়ে ঝরে

ব - এর মানে বরকত হবে
র - এর মানে রফিক,
বাঙলা দাবীর মিছিল করে
জব্বার এবং শফিক।

মায়ের ভাষার তরে
বকুল হয়ে ঝরে!

পড়লো ঝরে কত্তো আরো
বাঙলা প্রেমী ছালাম,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ওঁদের করি সালাম।

ফিরোজ খান'র দু'টি কবিতা

কবি ও কবিতা

তখন আমার দারুন কিশোর বেলা
কবিতা বললো- আমার সঙ্গে যাবি
আমি বললাম- যাবো

আমায় নিয়ে কোথায় সে যে ঘুরে
সাগর-পাহাড় বনে-বনান্তরে
শাপলা ফুলে ডাহুক ডাকা ঝিলে
রাজপথে আর উত্তাল মিছিলে

যখন আমার যৌবনে দ্যায় দোলা
কবিতা বললো- আমায় সঙ্গে নিবি
আমি বললাম- নিব

মাতাল হাওয়ায় কৃচূড়ার বনে
মন কাড়া ঐ বাউল বাশির তানে
ঝড় বাদলে আঁধার তিমির রাতে
বজ্রহানা বিদ্যুতেরই সাথে ।

এখন আমার জীর্ণ শরীর ঘিরে
কবিতা বলে - সঙ্গে আছো কিগো
আমি বলি- আছি

চীরকালের নবীন কিশোর তুমি
তুমিই আমার নিত্য পথের পথি
তুমি আছো দুঃখ সুখে পাশে
বুকের মাঝে অন্তিম নিঃশ্বাসে
থাকবে তুমি যুগ-যুগান্ত জুড়ে
নিত্য নব বসন্ত উচ্ছ্বাসে ।

কবিতা এখন

কবিতা এখন বল্গা হরিণের মত
ছুটে বেড়ায় বনে-বনান্তে
কবিতা এখন মত্ব হাতির মত
ধ্বংস করে লোকালয় - ফসলের মাঠ
কবিতা এখন রাজনীতি বণিকদের কাছে
রক্ষিতা রমনী
কবিতা এখন রাস্তার ফেরিঅলা মেয়ে
বানিজ্যিক পোারে শুয়ে
অবৈধ সঙ্গমে কাটায় রাত
কবিতা এখন পথের ভিখারির থালায়
ছুড়ে দেয়া অচল পয়সা ।
অথচ একদিন কবিতা ছিল
যুবতির কপালে হিরন্ময়ের রাজটিকা
যৌবনের শ্রেষ্ট পুরস্কার
আর এখন এই
আধুনিক-টাধুনিক শাড়ির নিচে
নষ্ট কিশোরীর মত
সে হয় অবিরাম বলাৎকার
হায়রে কবিতা.....!!!!

হাবিবুর রহমান 'র দু'টি কবিতা

স্বপ্নাদি আর্তনাদ

আমার স্বপ্নের কোন রং নেই
বিবর্ণ স্বপ্ন নিয়ে বসে আছি
মরা নদীর তীরে ।
ছেড়ে যাওয়া কাকের বাসায়
স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন
স্বপ্নটুকু শুধু স্বপ্ন নয় ।
ঘাস ফুল নদী প্রজাপতি মন
স্বপ্নের এ্যাকোরিয়াম ।
পাহাড়ের ঘুম ভাংগাতে যেয়োনা
ও ঘুম ভাংগবে না ।
ঘুম না তন্দ্রা তন্দ্রা না ঘুম
ঘুম ঘুম তন্দ্রা তন্দ্রাহত চাঁদ
চাঁদ চাঁদ মুখ

মুখের ভেতরে হাসি
হাসির ভেতর মুক্তা
মুক্তা ঝরে রাশি রাশি ।
ঘুম ঘুম রাত্রি
রাত্রির শরীর জুড়ে নীল নীল স্বপ্ন ।
স্বপ্নরা কথা বলে
কথা বলে রংয়ে রং মিলিয়ে
.....ফানুস উড়ে প্রজাপতি খেলে
খেলে যায় ঘনশ্যাম
রসঘন রাধামনি ।
প্রজাপতি উড়ে উড়ে
পক্ষী যুবতী ।

হলুদ পাশর চোখে
স্বপ্ন নেই আমার বুকে
পাহাড় ঘুমায় স্বপ্ন বুকে
বুক বুক খালি খালি
স্বপ্ন উড়ে ইতিউতি
স্বপ্ন আঁকি ছবির মত
স্বপ্ন হয় শুধুই প্রতারিত ।

স্বপ্নাদি আর্তনাদ চন্দ্রাহত স্বপ্ন
অন্ধ খঞ্জনা
মধ্যম চর
নিরজনে বসি বধুয়া
বূরি তোতাপাখি
বিষন্ন নদীর তীরে হেটে যায়
একতারা বাউল
সন্ধ্যার প্রজাপতি ।

এ আগুন আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু কী করে জানি না ।

... ...

হঠাৎ আগুনে দেবো ঝাঁপ

কবি শামসুর রাহমান

অবহেলা

বৃন্দাবন হৃদয়ে প্রেম-আরতি
চোখ জ্বালায়ে ঘুমাগ্নি;
ছাই করেছে স্বপ্ন-মুরতি,
তবু কারো বিশ্বাস ভালোবাসিনি।

নীল-কষ্ট তার অভিমানে,
নিত্য মৃত্যুজ্বালা
অবিশ্বাসের দাহনে।
বেড়েছে দুরত্ব মায়ামনে অবহেলা;

এ আত্মহুতি চোখের জলে পাড় পেলো না
তবুও বলে পাষানী প্রেম দিলে না।

উপখ্যান

নৈকুষ্যি কোলাহল শেষে দু'জনে
একাকী। অসিক্ত গ্রীবা অ-আবীর
অধর চুম্বন অ-সৌরভী খুঁনসুটি বিস্রব উদ্যানে
তবুও ফুঁটে গোলাপ রক্ষসের বাগানে
অবশেষে, ফিরে যায় নিজস্ব স্বভাবে
শিতল আগুন সেঁকে সেঁকে
বিষন্ন রাত্রির ফোঁটা ঝরে পাখির পালকে
অবোধ্যতা ক্রমশ পুষ্ট শোভন শুষে ...
প্রত্যয় সাঁতার দেয় বদ্ধা জলে
চাঁদের স্নিগ্ধ ভেঙে ভেঙে ভিন্ন আফ্রোদিতি-
নৈকট্যের চঞ্চল্যতায় বিনাশী বিভ্রমে।
খোঁজে ঈপ্সীত বন্দর
ইতস্ত্য জমে উঠে পাপ-পুন্যের পসরায়,
অ-মুগ্ধ বনিক বাণিজ্য বোঝে না।

এ কেমন উপখ্যান হে কষ্টের পুরোহিত ...

নিহত
কবি মাহমুদুল হক সৈয়দ
এর স্মৃতির প্রতি

মৃতকল্প

মাহমুদুল হক সৈয়দ

বালুর নিচে ছড়ানো কাঁকর
একটি একটি করে গুনছে এক অশীতিপর বৃদ্ধ ।
হঠাৎ চারপাশে ঘুরপাক খায় মরুভুমির লু-হাওয়া
বৃদ্ধ কাশতে কাশতে য্যানো বালু ঘষে স্ত্রীর ফলকে
শনশন শব্দ বাজে তার নিশ্বাসে, বিশ্বাসে ।
বৃদ্ধ শুয়ে পড়ে বালুর বিছানায় ।
অবারিত পৃথিবীটা দ্রুত বদলায় । ছুটে য্যানো
অজানিতে কোনো এক আলোহীন বৃত্তে ।

- কবি-

হিরন্ময় কাটা স্মৃতির অন্তর

মরু-সূর্য-তপ্ত রোদে জ্বলছে কমনীয়তা;
ঘাসের ডগায় জমে থাকা অশ্রু,
মুখর উল্লাস, বন্ধনের টান, স্মৃতির অন্তর
বিলোল স্বাস্হ্যবতী জলে উদ্ভিন্ন

চোখের ভাষা পড়ে মায়ার পাখি
নীলপদ্ম খুজে খুজে শেষে
শরত-চন্দ্র ভ্রু-পল্লবে অনলুৎসে
সারেঙ্গী বেজে উঠে উত্তাপ নঙ্গড় করে বিশ্বাসে,
ঝাপটায় পাখা তিমির রাত্রি অমিত সাহসে
নিয়মে জ্বলনে মানুষ-ই টিকে যায়
শুধু কোথায় যেন বেধে থাকে একটি হিরন্ময় কাটা;
এই যে উদাস চোখে চেয়ে থাকা;
এই যে মুখোমুখি রোমন্হনের জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকা;
অচিন মানুষ যেন দু'জন, মুখের বালিরেখা মুখস্হ;
হৃদয়ের অনুরন মৌন-মেঘ সৌষ্ঠব রোদ্রের বিভা
কান্নার মতো বৃষ্টি স্নাত সুখ কোথায়!

তাহের ম.শায়েখ

শাঁপলা আজ কাঁদে প্রানে

রূপ কথার গল্প আজ শুধু আমাদের সোনালী ইতিহাস

শাপলা আজ কাদে প্রানে !

হায়! রক্ত সিক্ত পতাকা কুটিলের হাতে
উড়ে ঘৃনার দাহে, শত মতে শত পথে
বিভ্রান্ত বাংলাদেশে অ-আরাম এই যে বসবাস
অ-নিরাপদ জনপদ,এই যে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক ভ্রম
অসুষ্ঠ জাতীয় উন্নয়ন নীতি, অসৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদের শ্রাদ্ধ

রক্ত-ঘামে-শ্রমে
দুঃচিন্তায়, অবসাদে, বিষন্নতায় অনিরাপদ নগর ও গ্রামে
বাংলার শংকিত মুখের সারি
ক্রমশ সংকুচিত অবাদি জমি
মরু-গন্ধময় বনভূমি
দূষিত জল ভাঙ্গনের সুরে বিপন্ন ধলেশ্বরী

শ্রীহীন-শীর্ণকায় বিপন্ন আমরা
অথচ দেখ দরদী নেতা নেত্রীদের
চকেচকে মসৃন নিশ্চিন্ত আয়েশের মেদুল লাবণ্য,

শত্রু আমরা-ই পরস্পরে
মিছিলে, মিটিংয়ে, সংসদে, ঘরে বাহিরে
হেনস্ত, বিপথগামী সন্তানের সমান্তরাল বেশ্যা পুলিশ
যারা সব আচল নখরে খুড়ে
তাছাড়া র‍্যাব ... ইত্যাদির তো উৎসব
কেছো মারার... হায়ানারা হপিস

বড় দুঃসময় ইদানিং

বৈশাখ'র কসম
ফিরে আয়
ফাগুন'র কসম
ফিরে আয়

বাংলার বারো মাসে

ফিরে আয় বইমেলায়, বটতলায়,
ঈদে উৎসবে ফিরে আয়
ফিরে আয় তীর্থে
ফিরে আয় এই ভালোবাসার নামে

অতএব ফিরে আয়
২১শে ফিরে আয়- শহীদ মিনারের কসম
২৬ শে ফিরে আয়- স্মৃতি সৌধের কসম
১৬ ই ফিরে আয়- বিজয় দিনের কসম
কসম ৭১' র, ৩০ লক্ষ শহীদের,

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী'র
শাপলা, দোয়েল'র কসম
ঘাস ফুল, শিশিরের কসম
রবীন্দ্র, নজরুল, মাওলানা বঙ্গবন্ধুর কসম
ফিরে আয় হে শান্তি, হে স্বস্তি

এই দেখ টকটকে লাল গোলাপ হাতে দাড়িয়ে আছি !

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায় ।
কবি শামসুর রাহমান

রক্ত-কলি :: ২১

(কুলাপাড়া ঃ কৈশোর-যৌবন'র অনাবিলতা কে)

যতন করে ভুলতে গিয়ে দেখি
দগদগে ক্ষত
টকটকে লাল
ঠোটের মতোন
এক সুখ-স্মৃতি;

শরীর মুছেছে নির্মম কাটা'র
রক্তাত আদর
ছেয়ে আছে তবুও হৃদয় জুড়ে
সুরভিত গোলাপ; স্নিগ্ধ হাসি বিমুগ্ধ চোখে
উজ্জল অমর্ত্যের ভাষার
মোলায়েম ছায়া
সমান মোহরা'র আচলে
স্বাস্থ্যবতী সবুজ নিঃসর্গ।

রোমন্থনের ঘাসে শিশিরে সিক্ত পায়চারী...

লালবাক্স'র নায়ক হতে না পারার কষ্ট;
আজ আর নেই।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন

তৈয়ব আহমেদ শেখ

গভীর পান্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না আমাদের দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কার্যকান্ড অনুধাবনে, এবং আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি; শালীনতা, সহনশীলহীনতা নষ্টামির অপলাপে, নির্লজ্জ বিদ্বেষে আর্থিক সামাজিক, রাষ্ট্রীক, আন্তর্জাতিক পরিসরে অনিরাপদ, অপুষ্ট, অপদস্তের এক শেষ।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকলের কার্য পদ্ধতি দেশ ও জাতির মঙ্গলার্থে অনাতিবিলম্বে পরিবর্তিন কারা উচিত। না হয় এই , অবহেলিত, অপমানিতের প্রতিরোধ যে দিন গড়ে তুলবে, দেশ ও জাতি প্রেমের এই মহাকাব্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাশাপাশি অপাংতয়ের হঠকারিতা ভাসবে প্লাবনে; স্বাক্ষী '৭১।

ক্রমশ

কয়েকটা বাংলা ওয়েব সাইটের ঠিকানা

মরুপলাশ : www.marupalash.com
স্পর্শক : www.geocities.com/sporshok
ই-মেলা: www.e-mela.com
অভীক : www.geocities.com/oobhikk/
সূর্যদোয় : www.sorjudoy.com
বাংলামেলা: www.banglamela.net

বিধুর -স্বপ্ন- ঘোরে

সুদিরু

জীবনটা নদীর মতো
ছন্নছাড়া;
নিজেকে এতো করোনা
দিশাহারা ।

কি যে পেলাম জীবন ভরে
ক্রমশ বেড়ে যায় ভুল,
হতাশার কুটিল জল ভাসায় আকুল
কিছু-ই পায়নি সকার
এ জীবনে -গ্লানি, কষ্ট ভার;
বিধুর -স্বপ্ন- ঘোরে মোহময়া উড়ে ।

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায় ।

কবি শামসুর রাহমান

যোগাযোগ: জেদ্দা, সৌদি আরব
E-mail : oobhikk@yahoo.com , web: www.geocities.com/oobhikk/